যুগান্তর

তারিখ 12 OCT 2002
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

দুমকির জনতা কলেজ রক্ষায় ব্যবস্থা নিন

—কেরামত আলী

যুগান্তর রিপোর্ট

সাবেক মন্ত্রী ও সচিব কেরামত আলী অভিযোগ করেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরীর নির্দেশে পটুয়াখালীর দুমকি থানার জনতা কলেজে অধ্যক্ষের কক্ষে সন্ত্রাসীরা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঐতিহ্যবাহী কলেজটি রক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন।

কেরামত আলী গতকাল সকালে ঢাকায় ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, গত ৬ আগস্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জাসাস সভাপতি ওয়াসিমুল বারী রাজিবকে জনতা কলেজের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মনোনীত করায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ক্ষিপ্ত হন। ১১ আগস্ট সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজরা সাইফুল, জাহিদ ও আনোয়ারের নেতৃত্বে কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল মান্নান হাওলাদারকে বের করে দিয়ে তার কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়। প্রায় এক মাস পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো এক ডিও লেটারে রাজিবকে বাদ দিয়ে পটুয়াখালী সদর থানার এক যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর সিকদারকে জনতা কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি করার প্রস্তাব করেন।

তিনি বলেন, গত ৪ অক্টোবর ডিসি পরিকল্পিতভাবে পটুয়াখালী দরবার হলে সভা ডেকে কলেজের সমস্যা নিরসনের কথা না বলে কলেজ পরিচালনা পরিষদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেন। ফলে কলেজ পরিচালনা পরিষদের কেউ মতামত রাখতে পারেননি। এরপর সন্ত্রাসীরা কলেজ ক্যাম্পাসে সভা আহ্বান করে মাইকিং করতে থাকে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেখানে ১৪৪ ধারাও জারি করেন। ফলে কলেজে এমনকি বাইরেও কলেজ পরিচালনা পরিষদ সভা করতে পারেনি। পরিচালনা পরিষদের সভাপতি রাজিব সেখানে গেলে এলাকার লোকজন এসে জড়ো হয়। ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে রাজিব তাদের শান্ত করেন। কিন্তু তিনি ঢাকায় ফিরলে সেখানে পুলিশি নির্যাতন চলছে। এরই মধ্যে ১০ থেকে ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে কেরামত আলী বলেন, পটুয়াখালীতে যে সভা হয় সেখানে বিএনপির কেউ ছিল না। পিনু, কুটি, আবু, মণ্টু– এরা কেউ বিএনপি'র নয়। তিনি বলেন, এখন তিনি রাজনীতি করেন না। গত নির্বাচনে বিএনপি তাকে মনোনয়ন দেয়নি। জাপা নেতা এরশাদের আমন্ত্রণে তিনি তার দল থেকে নির্বাচন করেন।